সংক্রামিত ২৮০

উত্তরে করোনায় মৃত পাঁচ

নিউজ ব্যুরো

২০ নভেম্বর : গত ২৪ ঘণ্টায় উত্তরবঙ্গে করোনায় পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে ও ২৮০ জন সংক্রামিত হয়েছেন। করোনায় সংক্রামিত হয়ে এদিন শিলিগুড়িতে পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। কাওয়াখালির বেসরকারি হাসপাতালে কার্সিয়াংয়ের টুংয়ের বাসিন্দা দেবসিং থাপা (৫৫) মারা গিয়েছেন। হিমাঞ্চল বিহারের কোভিড হাসপাতালে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতরা হলেন, শিলিগুড়ির হাকিমপাড়ার বাসিন্দা অনুপকুমার বসু (৭৭), ভক্তিনগরের বাসিন্দা সান্ত্বনা দে (৬৮) এবং প্রধাননগরের গুরুং বস্তির বাসিন্দা মহম্মদ নুর আলম (৬০)। এছাড়া সেবক মোড়ের একটি নার্সিংহোমে মালবাজারের বাসিন্দা কৈলাসকান্তি কেওট (৬৫) নামে এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। এদিন দার্জিলিংয়ে ৮৭ জন, জলপাইগুড়ি জেলায় ৮৫ জন, কোচবিহার জেলায় ৩৮ জন, আলিপুরদুয়ারে ১৩ জন, মালদায় ৪৮ জন এবং দক্ষিণ দিনাজপুরে ৯ জন সংক্রামিত হয়েছেন।

এদিন দার্জিলিং জেলায় ৮৭ জন সংক্রামিত হয়েছেন। শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকায় ৫৯ জন সংক্রামিত হয়েছেন। এর মধ্যে দার্জিলিং জেলার অধীনে থাকা ৩৩টি ওয়ার্ডে ৪৪ জন এবং জলপাইগুড়ি জেলার অধীনে থাকা ১৪টি ওয়ার্ডে ১৫ জন সংক্রামিত হয়েছেন। এছাড়া মাটিগাড়ায় ১০ জন, নকশালবাড়িতে ছ'জন, ফাঁসিদেওয়ায় দুজন, খড়িবাড়িতে চারজন, কার্সিয়াং পুরসভা এলাকায় আটজন, মিরিকে চারজন, দার্জিলিং পুরসভা এলাকায় চারজন, তাগদায় দুজন, সুকনা, পুলবাজার, সুখিয়াপোখরিতে একজন করে সংক্রামিত হয়েছেন। এদিনই করোনামুক্ত হয়ে ১৩৩ জন ছুটি পেয়ে বাড়ি ফিরেছেন।

জলপাইগুড়ি জেলায় এদিন ৮৫ জন করোনায় সংক্রামিত হয়েছেন। সংক্রামিতদের মধ্যে জলপাইগুড়ি শহর এলাকায় ২১ জন রয়েছেন। সংক্রামিতরা শহরের ১, ২, ৩, ৪, ৫, ১১, ১৪, ২০ এবং ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। গত ২৪ ঘণ্টায় ময়নাগুড়িতে একজন করোনায় সংক্রামিত হয়েছে। সংক্রামিত ব্যক্তি শহর সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা। তাঁকে হোম আইসোলেশনে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ময়নাগুড়িতে ১,২৯০ জন সংক্রামিত হয়েছেন। প্রায় ১,২০০ জন ইতিমধ্যে সুস্থ হয়ে বাড়িতে ফিরেছেন। পলিটেকনিক কলেজ সেফ হাউসে বর্তমানে ৫৮ জন রয়েছেন।

শুক্রবার আলিপুরদুয়ার জেলায় ১৩ জন করোনায় সংক্রামিত হয়েছেন। এদিন ৩০ জন সুস্থ হয়েছেন। জেলায় এখনও পর্যন্ত সাত হাজার জন সংক্রামিত হয়েছেন। ৬,৭৯৮ জন সুস্থ হয়েছেন। বর্তমানে জেলায় সক্রিয় রোগী আছেন ১০৫ জন। জেলায় এখনও পর্যন্ত ৮০ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে স্বাস্থ্য দপ্তর জানিয়েছে।

নয়া নকশা

প্রথম পাতার পর

বৃহস্পতিবার শালবাড়িতে বিমলপন্থী মোর্চার এক গোপন বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে তরাই-ডুয়ার্সের পাশাপাশি কালিম্পং, দার্জিলিং, কার্সিয়াং, মিরিক থেকেও নেতারা এসেছিলেন। এরই সঙ্গে পাহাড়ের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরাও ওই বৈঠকে অংশ নিয়েছিলেন। সেখানে সংখ্যালঘুদের নিয়ে একটি অ্যাডহক কমিটি গঠন করা হয়েছে। ওই কমিটিতে বিমলপন্থী মোর্চার নেতা বিশাল ছেত্রী, পি প্রধান, এমডি রাই, কর্মা লামা সহ অন্য নেতারা রয়েছেন। এই কমিটি পাহাড় এবং তরাই-ডুয়ার্সে আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি করবে। তাঁদের একমাত্র দাবি, বিমল গুরুংকে বিধানসভা ভোটের আগেই পাহাড়ে ফেরাতে হবে।

আবহাওয়া

শনিবারের পূর্বাভাস

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি.সে.)
কলকাতা	৩০.০	২০.০
শিলিগুড়ি	২৯.০	১৩.০
জলপাইগুড়ি	২৯.০	১৪.০
কোচবিহার	২৯.০	১৫.০
আলিপুরদুয়ার	২৯.০	১৫.০
মালদা	৩০.০	১৩.০
রায়গঞ্জ	৩০.০	১২.০
গ্যাংটক	১৮.০	৫.০

বিন্দু বিসর্গ

এগুলো দিয়ে কচু হবে। ভ্যাকসিন লাও, গদি বাঁচাও!

সূর্য প্রণাম।।

ইসলামপুরের দাড়িভিটে দলঞ্চা নদীতে ছটব্রতী। ছবি : রাজু দাস

প্রথম দফায় পাচ্ছেন ৪৩৪ জন

হোমগার্ডের চাকরি ঘোষণা রাজ্যের

নিউজ ব্যুরো

২০ নভেম্বর : প্রাথমিক, উচ্চপ্রাথমিকের পর এবার বন্যপ্রাণীর হানায় মৃতদের পরিবারের একজনকে সরকারি চাকরির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। এই ঘোষণাকে ভোটের আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। বন্যপ্রাণীর হানায় কেউ আহত হলে বা বাড়িঘরের ক্ষতি হলে বন দপ্তর আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেয়। তবে বন্যপ্রাণীর হানায় মৃতদের চাকরি দেওয়ার দাবি দীর্ঘদিনের। সেই দাবিতে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভও হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, সেই দাবিকে মান্যতা দিয়ে ২০২১-এ নিজেদের ভোটবাক্সকে আরও শক্তিশালী করল তৃণমূল।

রাজ্যে ক্রমেই বন্যপ্রাণী ও মানুষের সংঘাত বাড়ছে। তাতে অনেকেই প্রাণ হারাচ্ছেন। বন দপ্তরের তথ্য বলছে ২০১৫ থেকে ২০২০ সালের ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত রাজ্যের ১৪টি জেলায় বন্যপ্রাণীর হানায় ৫৮৪ জন প্রাণ হারিয়েছেন। বন্যপ্রাণ ও মানুষের সংঘাত রোধে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন পদক্ষেপ করেছে বন দপ্তর। এবার বন্যপ্রাণীর হানায় মৃতদের পরিবারের একজন করে সদস্যকে হোমগার্ডের চাকরি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। শুক্রবারই সেই সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করেছে রাজ্যের স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দপ্তর। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে প্রথম দফায় ৪৩৪ জনকে চাকরি দেওয়া হবে। বাকিদের নিয়োগ হবে পরবর্তী সময়ে। বিশেষ ওই নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স, শারীরিক সক্ষমতার ক্ষেত্রে ছাড় দিয়েছে রাজ্য।

প্রথম দফায় ১১ জেলার প্রার্থীদের চাকরি দেওয়া হবে। আলিপুরদুয়ার জেলার ৭৩, ঝাড়গ্রামের ৪৬, কালিম্পংয়ের আট, পশ্চিম মেদিনীপুরের ৪৭, হাওড়ার একজন, কোচবিহারের দুজন, উত্তর ২৪ পরগনার ৬৬ জন, পুরুলিয়ার সাতজন, বাঁকুড়ার ৬২, দার্জিলিংয়ের ২৬ এবং জলপাইগুড়ির ৯৬ জন চাকরি পাচ্ছেন বলেই সরকারি নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে। সূত্রের খবর, সম্প্রতি বন্যপ্রাণীর হানায় মৃতদের সম্পর্কে বন দপ্তরের কাছে রিপোর্ট চেয়ে পাঠায় স্বরাষ্ট্র দপ্তর। ৪ নভেম্বর সেই রিপোর্ট জমা দেন বন দপ্তরের কর্তারা। তারপরই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে নিয়োগের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তকে অভিনন্দন জানিয়েছেন জিটিএ'র চেয়ারম্যান অনীত থাপা। তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবারও প্রমাণ করলেন তিনি কতটা মানবিক। আমরা তাঁর সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানাই।' আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তী বলেন, 'রাজ্য সরকার ও মুখ্যমন্ত্রী সর্বদা মানুষের সুখ, দুঃখের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখেন। বন্যপ্রাণীর হানায় মৃতদের মধ্যে অনেকে পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ছিলেন। বাম আমলেও তাঁরা চাকরি পাননি। মুখ্যমন্ত্রী প্রমাণ করে দিলেন তিনি কতটা উদার।'

বিপাকে চাষিরা

প্রথম পাতার পর

আটিয়াবাড়ির আলুচাষি যতীন বর্মন বলেন, 'আলু চাষের খরচ অনেকটাই বেশি হওয়ায় ফুলকপি, বাঁধাকপি ও ধনেপাতা চাষ করছি।' আলুবীজের দাম বেশি থাকায় ফালাকাটায় এবারে আলু চাষের এলাকা বাড়ছে না। গত বছর ছয় হাজার হেক্টর এলাকায় আলুর চাষ হয়েছিল। এ বছরও একই পরিমাণ জমিতে আলুর চাষ হচ্ছে। পঞ্জাবের আলুবীজ এবারে এখানে কেজি প্রতি ৯০-১০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। ভুটানের আলুবীজের দাম কেজি প্রতি কিছুটা কম। প্রায় ৬০-৭০ টাকা। ধূপগুড়ির আলু ব্যবসায়ী আশিস দাস বলেন, 'কিছু জাতের আলুবীজের প্যাকেটের দাম ৭০০-৮০০ টাকা বৃদ্ধি পাওয়ায় আমরা সমস্যায় পড়েছি।'

উত্তরবঙ্গে ধূপগুড়ির পর ইসলামপুরেই সব থেকে বেশি আলু চাষ হয়। ইসলামপুরে প্রতি মরশুমে প্রতি প্যাকেটে ৫০ কেজি ধরে অন্তত ১০ লক্ষ প্যাকেট আলুবীজের প্রয়োজন হয়। বেশিরভাগ বীজ পঞ্জাব থেকে আসে। এক সময় হিমাচলপ্রদেশের আলুবীজ এরাজ্যে আসত। তার মান নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় সেখান থেকে আলুবীজ আনা বন্ধ হয়ে যায়। এছাড়া ভুটানের কাঁচা আলু সার্টিফায়েড না হওয়ায় কৃষকরা তার উপর ভরসা করতে পারছেন না। এবার চন্দ্রমুখী, পোখরাজ ও জ্যোতি আলুর বীজের দাম কোনও কোনও ক্ষেত্রে দ্বিগুণ বা তারও বেশি। সারা ভারত কৃষকসভার উত্তর দিনাজপুরের জেলা সম্পাদক সুরজিৎ কর্মকার বলেন, 'করোনা পরিস্থিতির জেরে কৃষকদের অবস্থা কাহিল হয়েছে। তার উপর বেশি দামে আলুবীজ কিনতে গিয়ে কৃষকদের অবস্থা কাহিল হয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার যদি সত্যিই কৃষকদরদি হত তাহলে তারা কৃষকদের ভরতুকিতে আলুবীজ সরবরাহ করত।'

বকেয়া কাজ সারতে নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২০ নভেম্বর : আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে বকেয়া সব কাজ সেরে ফেলতেই হবে দপ্তরগুলিকে। ট্রেন চলছে। বাস, ট্রাম, ট্যাক্সি সহ যানবাহনও অনেকটাই স্বাভাবিক। সরকারি দপ্তর ও অফিসে হাজিরারও উন্নতি হয়েছে। এখন আর টালবাহানা নয়। বকেয়া কাজ সেরে ফেলতে দপ্তর সচিবদের কড়া নির্দেশ মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের। নবান্ন সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এই নিয়ে বৈঠকও হয়েছে মুখ্যসচিবের। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়েছেন, আগামী বছরের শুরু থেকে বিধানসভার ভোট নিয়ে তৎপরতা আরও বাড়বে। ওই সময় কিছু নতুন প্রকল্পের কাজ শুরু করতে হবে। ভোটের দিন ঘোষণার আগেই তা সেরে ফেলতে হবে। তার আগে দপ্তরগুলিকে বকেয়া কাজ শেষ করতে যুদ্ধকালীন পদক্ষেপ করতে হবে। চালু প্রকল্পগুলির কাজ যাতে ডিসেম্বরেই শেষ করা যায় তার জন্য অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র ও অর্থসচিবকেও তৎপর হতে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। দপ্তরগুলিকে এরজন্য প্রয়োজনীয় অর্থ যাতে দেওয়া যায় তার সংস্থান করতে হবে অর্থ দপ্তরকেই। প্রয়োজনে দপ্তর সচিবদের অর্থ দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

আগামী সপ্তাহেই আবার জেলা সফরে বেরোচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। ২৪ নভেম্বর তাঁর বাঁকুড়া সফরে যাওয়ার কথা। তারপরও মুখ্যমন্ত্রীর জেলাসফর কর্মসূচি লাগাতার চলবে। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, জেলায় জেলায় গিয়ে তিনি যেমন প্রশাসনিক বৈঠক করে সরকারি কাজকর্মের পর্যালোচনা করবেন, পাশাপাশি রাজ্যস্তরেও সরকারের সব দপ্তরের চলতি প্রকল্পগুলির বকেয়া কাজ সেরে ফেলতে যা পদক্ষেপ করার করতে হবে। এই ব্যাপারে মুখ্যসচিব অর্থসচিবকে নিয়ে 'মনিটরিংয়ের' কাজ করবেন। নিয়মিত এই বিষয়ে অগ্রগতির রিপোর্টও তৈরি রাখতে হবে। জেলা সফরের মাঝে মুখ্যমন্ত্রী আবার নবান্নে কেন্দ্রীয়ভাবে প্রশাসনিক বৈঠক করবেন দপ্তর সচিব ও শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে। জেলা পুলিশ সুপার ও শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বৈঠক করবেন বলে নবান্নে তাঁর সচিবালয় সূত্রের খবর। ভোটের আগে পুলিশ-প্রশাসনের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ হওয়ার কথা।

সম্মেলনে যাবেন না অধ্যক্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ নভেম্বর : করোনা প্রেক্ষিতে গুজরাটের অধ্যক্ষ সম্মেলনে যাচ্ছেন না বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ডিসেম্বর মাসে গুজরাটে সর্বভারতীয় অধ্যক্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। মহামারির আবহে তিনি ওখানে যাবেন না বলে বিমানবাবু জানান। রাজ্যের কোনও প্রতিনিধিই ওই সম্মেলনে যোগ দেবেন না বলে জানা গিয়েছে। বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে পরবর্তীকালে ভেবে দেখা যাবে। অধ্যক্ষ সহ বিধানসভার কোনও প্রতিনিধিই সম্মেলনে যোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্তে বিভিন্ন মহলে প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিয়েছে।

দেশি পর্যটকদের পাহাড়ে টানতে গুম্ফাগুলিতে নজর

শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর : কোভিড পরিস্থিতিতে বিদেশি পর্যটকদের আশা ছেড়ে দেশি পর্যটকদের পাহাড়ে টানতে উদ্যোগ শুরু হল। একইসঙ্গে বিহারের পথে হেঁটে স্থানীয় গুম্ফাগুলিকে তুলে ধরার চেষ্টাও শুরু হয়েছে শীত পর্যটনে। এই লক্ষ্যে অ্যাসোসিয়েশন অফ ডোমেস্টিক টুর অপারেটর্স অফ ইন্ডিয়া এবং অ্যাসোসিয়েশন অফ বুদ্ধিস্ট টুর অপারেটর্সের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হল হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড টুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক। সংগঠনের তরফে শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে রাজ বসু বলেন, 'এতদিন আমরা বাংলার বাইরে পর্যটক পাঠিয়েছি। কিন্তু পাহাড় থেকে ডুয়ার্সের পর্যটনশিল্প এখন খাদের কিনারায় রয়েছে। এই দিশাহারা অবস্থায় ভবিষ্যতের জন্য গুম্ফাগুলি নিয়ে নতুন সার্কিট তৈরির পাশাপাশি দেশীয় পর্যটকদের ওপর আমরা নজর দিচ্ছি। দুটি ক্ষেত্রেই প্রোমোশনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

লকডাউন পরিস্থিতিতে প্রত্যেক দিন উত্তরবঙ্গ এবং সিকিম মিলিয়ে শুধু হোটেল ব্যবসাতেই ক্ষতি হয়েছে ৯ কোটি টাকা। সবমিলিয়ে প্রত্যেকদিন ক্ষতির পরিমাণ ২১ কোটি টাকা। লকডাউন শিথিল হলেও এখনও ক্ষতির পরিমাণ ৭০ কোটি টাকা। এমনই দাবি হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড টুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের। সংগঠনটির অভিযোগ, এরপরেও কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের তরফে গাড়ির বকেয়া কর মকুব বা জরিমানা রদ করা হচ্ছে না। সংগঠনের সিনিয়ার ভাইস প্রেসিডেন্ট শুভাশিস চক্রবর্তী বলেন, 'হোটেল এবং গাড়ির ব্যবসা খুব একটা ভালো জায়গায় নেই। স্টাফদের বেতন দেওয়া নিয়ে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের কাছে নানা প্রস্তাব পাঠানো হলেও তা এখনও কার্যকর করা হয়নি। গাড়ির বকেয়া কর মকুবের কথা মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এই সংক্রান্ত কোনও সরকারি নির্দেশিকা জারি হয়নি।' সংগঠনের সম্পাদক সম্রাট সান্যাল বলেন, 'পর্যটন ব্যবসায়ীদের জন্য রাজ্য সরকার প্যাকেজ ঘোষণা করবে বলে আমরা শুনেছি। কিন্তু তা কবে হবে এবং প্যাকেজে কী থাকবে, সেই ব্যাপারে আমাদের কোনও ধারণা নেই।'

পর্যটনশিল্পের দিশাহারা পরিস্থিতির জন্য ডুয়ার্সের সঙ্গে ট্রেন যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন থাকা এবং বেহাল জাতীয় সড়কের কথা তুলে ধরেন তাঁরা। রাজ বসু বলেন, 'ট্রেন যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকায় অনেকেই সড়কপথে আসতে চাইছেন। কিন্তু বেহাল অবস্থায় রয়েছে রাস্তাও। তাই উত্তরবঙ্গে এখন আর কেউ আসতে চাইছেন না।' শুক্রবার পর্যটন ব্যবসায়ীদের সংগঠনটির একটি প্রতিনিধিদল দেখা করে পর্যটন দপ্তরের প্রধান সচিব নন্দিনী চক্রবর্তীর সঙ্গে। সম্রাটবাবু জানান, এক সপ্তাহের মধ্যে পাহাড়ে টয়ট্রেন চলবে বলে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন। পাহাড়ে টয়ট্রেন চলাচল শুরু হলে শীত পর্যটন কিছুটা হলেও জমবে বলে তাঁরা আশা করছেন। এই আশা থেকেই '২০২১ ভিজিট ডুয়ার্স'-কে সামনে রেখে গুম্ফাগুলি নিয়ে বিশেষ সার্কিট তৈরি এবং দেশীয় পর্যটকদের পাহাড়-ডুয়ার্সে টানতে নজর দেওয়া হচ্ছে। সংগঠনটির বক্তব্য, শিলিগুড়ি থেকে কালিম্পং এবং পাহাড়ের অনেক জায়গাতেই প্রচুর গুম্ফা রয়েছে। গুম্ফাগুলি তুলে ধরলে প্রচুর পর্যটক আসবেন। শুভাশিসবাবু বলেন, 'বুদ্ধগয়াকে কেন্দ্র করে কিন্তু বিহারে প্রচুর পর্যটক যান। এখানেও আসতে পারেন। শুধু প্রয়োজন প্রোমোশন।'

এদিকে, পর্যটক টানতে গাড়ি চলাচল এবং যাত্রী পরিবহণের ক্ষেত্রে সমস্ত বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করে নিয়েছে সিকিম সরকার। শুক্রবার পরিবহণ দপ্তরের থেকে এক নির্দেশিকা জারি করে বলা হয়েছে, এখন থেকে প্রত্যেকটি গাড়ি আগের মতোই যাত্রী পরিবহণ করতে পারবে। নিতে হবে আগের হারেই ভাড়া।

বিশেষ সার্কিট

- এক সপ্তাহের মধ্যে পাহাড়ে টয়ট্রেন চলতে পারে বলে আশ্বাস মিলেছে
- পাহাড়ে টয়ট্রেন চললে শীত পর্যটন কিছুটা হলেও জমবে বলে আশা করা হচ্ছে
- পাহাড়ের অনেক জায়গাতেই প্রচুর গুম্ফা রয়েছে
- এই গুম্ফাগুলি নিয়ে বিশেষ সার্কিট তৈরি হচ্ছে
- গুম্ফাগুলি তুলে ধরলে প্রচুর পর্যটক আসবেন বলে মনে করা হচ্ছে
- গাড়ি চলাচল এবং যাত্রী পরিবহণের ক্ষেত্রে সমস্ত বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করে নিয়েছে সিকিম সরকার

কড়া প্রশাসন, নিয়ম মেনে মহানন্দায় ছট

প্রথম পাতার পর

নিরাপত্তার স্বার্থে প্রশাসনের তরফে রেলিং বরাবর ২৫ মিটার অংশে বাঁশ দিয়ে আটকে দেওয়া নো-এন্ট্রি জোনটিও পরবর্তীতে তুলে দেওয়ার দাবি জানায় তারা। প্রশাসনের নির্দেশে পুরনিগম মোট চার জায়গায় রেলিং ভাঙে। বৃহস্পতিবার এডিএম সুমন্ত সহায়, এসডিও প্রিয়দর্শিনী এস ছটঘাট পরিদর্শনে আসার পর ছটব্রতীদের তরফে স্থানীয় তৃণমূল নেতা মনোজ ভার্মা রেলিংয়ের আরও জায়গা ভাঙার দাবি জানান তাঁদের কাছে। রেলিংয়ের নীচে ওই ২৫ মিটারের ব্যারিকেড তুলে দেওয়ার দাবি জানানো হয়। সন্ধ্যার দিকে নীচের ২৫ মিটারের দুই অংশের ব্যারিকেড খুলে লম্বালম্বি বাঁশ লাগিয়ে দেয় পুরনিগম। অন্য কোথাও অবশ্য বাঁশ খোলা হয়নি।

এদিন রেলিংয়ের চারটি জায়গায় ভাঙা অংশে দুটি ছটঘাট তৈরি হলেও রেলিংয়ের বাকি অংশে কোনও ছটঘাট তৈরি হয়নি। ২৫ মিটার অংশে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। সেখানে কাউকে দাঁড়াতে দেওয়া হয়নি। জলে সিভিক ডিফেন্স কর্মীরা মোতায়েন ছিলেন। রেলিং ছাড়া ছটঘাটের অন্য অংশে ছটঘাট করে পুজো হয়েছে। সেখানে ভিড় এড়াতে পুলিশ প্রশাসনের উপস্থিতি নজরে পড়েছে। উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি থানার আইসি সুদীপ চক্রবর্তী।

পুলিশি নজর ছিল গণেশ ঘোষ কলোনি, পার্বতী ঘাট, গুরুংবস্তি ঘাট, আদর্শনগর ঘাট সহ সমস্ত ছটঘাটেই। ছটঘাট ছাড়াও এদিন গান্ধি ময়দানে অন্য বছরের মতন ছটপুজোর আয়োজন করা হয়েছিল। পুরনিগমের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের গভর্নমেন্ট স'মিল রোড, গোয়ালাপট্টি রোড সহ ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বিবেকানন্দ রোডের বোরাপট্টিতেও কৃত্রিমভাবে ছটঘাট তৈরি করে নিজেদের মধ্যে প্রতিবেশীরা পুজোয় মেতে ওঠেন। কোভিডের কথা মাথায় রেখে অনেকে বাড়ির ছাদে ছটপুজোর আয়োজন করেন।

প্রশিক্ষণ দিচ্ছে

প্রথম পাতার পর

এধরনের সমস্ত রিপোর্ট সংগ্রহ করে বিস্তারক রিপোর্ট দেবেন সংশ্লিষ্ট জায়গায়। রিপোর্ট সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে বিস্তারকরা জেলা কমিটি বা স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে কোনওরকম যোগাযোগ রাখতে পারবেন না। তিনি কী রিপোর্ট পাঠাচ্ছেন, তাও গোপন রাখা হবে। এই কারণেই স্থানীয় বা পাশের জেলার কাউকে বিস্তারক নিয়োগ করা হয় না। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে প্রাধান্য পাবেন দক্ষিণবঙ্গের এবং দক্ষিণবঙ্গের ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গের সংঘ ঘনিষ্ঠরা।

শনিবার শিলিগুড়ির খালপাড়ার একটি ভবনে প্রশিক্ষণে অংশ নেবেন প্রায় একশোজন। তাঁদের মধ্যে থেকে উত্তরবঙ্গের জন্য ৫৪ জনকে বেছে নেওয়া হবে। বাকিদের নির্বাচিত করা হবে উত্তরবঙ্গ লাগোয়া দক্ষিণবঙ্গের জেলার জন্য। শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক আনন্দময় বর্মন বলেন, 'লোকসভা নির্বাচনে যাঁরা বিস্তারক ছিলেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজনকে নিশ্চয়ই রাখা হবে। হয়তো জেলা পরিবর্তন করা হবে। তবে বিস্তারক নিয়োগ করার মধ্যে দিয়ে আমরা সাংগঠনিক শক্তির দিক দিয়ে আরও শক্তিশালী হব বলে মনে করি।' বিজেপির কোচবিহারের জেলা সভাপতি মালতী রাভা বলেন, 'সাংগঠনিক দুর্বলতা কাটিয়ে তুলতেই এমন সিদ্ধান্ত। ২১ নভেম্বর বৈঠক বলে জানতে পেরেছি।'

সুজাপুরের পথে শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী সহ বিজেপি প্রতিনিধিদল। ছবি : সেনাউল হক

বিস্ফোরণে এনআইএ তদন্ত চায় বিজেপি

কালিয়াচক, ২০ নভেম্বর : সুজাপুরে মেশিন বিস্ফোরণে জঙ্গিযোগ রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে এনআইএ তদন্তের দাবি করলেন বিজেপি নেত্রী শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী। বিস্ফোরণ কাণ্ডে পরে সুজাপুরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আনাগোনা শুরু হয়েছে ইতিমধ্যেই। ঘটনার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কলকাতা থেকে হেলিকপ্টারে ছুটে আসেন পুর ও নগর উন্নয়নমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। শুক্রবার সকালে সুজাপুরের বিধায়ক ইশা খান চৌধুরী সহ কংগ্রেসের একটি প্রতিনিধিদল ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। তারপরেই ওই প্রতিনিধিদলটি আহত এবং নিহত পরিবারের বাড়ি গিয়ে সমবেদনা জানায় এবং নিহতদের ৫০ হাজার টাকা ও আহতদের ১০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করে। এদিন বিজেপির প্রতিনিধিদলে ছিলেন শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী, সুতপা মুখার্জি সহ জেলা বিজেপির নেতৃত্ব। যদিও কংগ্রেস বিধায়কের প্রতিনিধিদলটিকে ঘটনাস্থলের খুব কাছাকাছি যেতে দেওয়া হয়। বিজেপির প্রতিনিধিদলকে ব্যারিকেডের বাইরে থেকেই পুলিশ আটকে দেয়। এই নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন বিজেপি নেত্রী শ্রীরূপা মিত্র। তিনি অভিযোগ করেন, এর আগেও দক্ষিণ মালদার বিভিন্ন জায়গায় আতঙ্কবাদী হামলা হয়েছে। সুজাপুর, কালিয়াচক সহ বিভিন্ন জায়গায় অনেক আতঙ্কবাদী ধরাও পড়েছে। এখানে এর আগেও বিভিন্ন রকম বিস্ফোরণ কাণ্ড ঘটেছে। বৃহস্পতিবারের ঘটনায় একটি মেশিন বিস্ফোরণের কথা বলে বিষয়টি ধামাচাপা দিতে চাইছে রাজ্য সরকার। তিনি বলেন, এখানে অনেক বিস্ফোরক পদার্থ মজুদ ছিল। তারপরেই বিস্ফোরণ ঘটে থাকতে পারে। তবে এই ঘটনায় আতঙ্কবাদী যোগ আছে কিনা বিষয়টি পরিষ্কারভাবে জানা দরকার। তাই আমি মনে করি এখানে এনআইএ শুধু নয়, আরও যদি উচ্চপর্যায়ের তদন্তকারী দল থাকে তাহলে তাদের দিয়ে তদন্ত করা দরকার রয়েছে।

তবে শ্রীরূপা মিত্রর এই সমস্ত বক্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়েছেন কালিয়াচক ১ নম্বর ব্লকের তৃণমূল সভাপতি রাহুল বিশ্বাস। তিনি বলেন, শ্রীরূপা মিত্র দক্ষিণ মালদা থেকে গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী হয়েছিলেন। তিনি বলেন, আতঙ্কবাদী কাকে বলে বিজেপি নেত্রীকে জানতে হবে। সুজাপুর, কালিয়াচকের কোথায় কবে আতঙ্কবাদী হামলা হয়েছে একথা এলাকার মানুষ জানেন না। ৬ জন মানুষ মারা গিয়েছে, এই ঘটনায়। আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। এরকম একটা মর্মান্তিক ঘটনাকে নিয়ে বিজেপি ঘৃণ্য রাজনীতি করছে।

ঘটনাস্থলে যেতে বাধা প্রতিনিধিদের

এদিন ঘটনাস্থলে কংগ্রেস বিধায়ক ও মুস্তাক আলম ইশা খান চৌধুরী বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। সুজাপুরে একটি ঘটনা ঘটেছে। তদন্ত এখনও চলছে। ফরেন্সিক দল তদন্ত করবেন বলে আমরা জানতে পেরেছি। কিন্তু কী হয়েছে, কেন হয়েছে, কী ছিল এই সমস্ত বিষয় তদন্ত শেষ না হলে পরিষ্কারভাবে জানা যাবে না। তদন্ত শুরু হতেই বিজেপির নেতা কর্মী এমনকি রাজ্যপালও বিভিন্ন রকম মন্তব্য করতে শুরু করেছেন। তাঁদের কথা শুনে মনে হচ্ছে, তাঁরা আগে থেকেই জানতেন এখানে কী কী ছিল, কেমন করে ঘটনা ঘটল। কংগ্রেস বিধায়ক দাবি করেন, স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে কথা বলে আমরা যতদূর জানতে পেরেছি, একটি প্লাস্টিক কাটিং মেশিনে যেকোনও প্রকারে হোক বিস্ফোরণ ঘটেছে। এবং ৬ জন শ্রমিক মারা গিয়েছেন। বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন এবং আশঙ্কাজনকভাবে রয়েছেন। এরকম একটা দুঃখজনক ঘটনাকে তাঁরা রাজনৈতিক রং দিয়ে রাজ্যের মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চাইছেন।

শুধু বিধায়করা নন, বিজেপির এইসব মন্তব্যে ক্ষুব্ধ সুজাপুরের বাসিন্দারা। সুজাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আরিফ আলি বলেন, একটি মর্মান্তিক ঘটনা এখানে ঘটেছে, পুলিশ তদন্ত করছে। ফরেন্সিক দল আসবে। তদন্ত এখনও শেষ হয়নি। বিজেপির নেতা-নেত্রীরা যেরকমভাবে মন্তব্য করছেন তাতে মনে হচ্ছে তদন্ত শেষ হয়ে গিয়েছে।এবং তাদের কাছে সব রিপোর্ট জমা পড়ে গিয়েছে।

কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা

প্রথম পাতার পর

প্রতিদিনই কোনও না কোনও জেলায় বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটছে। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। প্লাস্টিক কারখানার আড়ালে বোমা তৈরি চলছিল। অথচ রাজ্য সরকার প্রকৃত তথ্য আড়াল করার চেষ্টা করছে। সুজাপুরে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় খগেন মুর্মু এনিয়ে তদন্তের দাবি তুলেছেন। অন্যদিকে রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর টুইট করে বোমা তৈরির কারখানা বন্ধের দাবি তুলেছেন। একইভাবে বৃহস্পতিবার ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর সিপিএমের রাজ্য কমিটির সদস্য জামিল ফিরদৌস ঘটনার পিছনে রহস্য দেখতে পেয়ে উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত দাবি করেন। সব মিলিয়ে সুজাপুরের বিস্ফোরণ এখন রাজনীতিতে জোর চর্চার বিষয়। ঘটনার পর ২৪ ঘণ্টা পার হয়ে গেলেও জেলা পুলিশ প্রশাসনের পক্ষে বিস্ফোরণের কারণ নিয়ে স্পষ্টভাবে কিছু বলা হয়নি। তবে পুলিশের হয়রানির ভয়ে প্রত্যক্ষদর্শীদের কেউই সরাসরি মুখ খুলতে চাইছেন না।

এলাকাবাসীর বক্তব্য, বিস্ফোরণের পর ওই প্লাস্টিক কারখানা থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার দূরেও ভয়াবহ শব্দ শোনা গিয়েছে। কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। মুহূর্তের মধ্যে ধোঁয়ায় পুরো এলাকা ঢেকে যায়। এলাকার মানুষের দাবি, শুধুমাত্র মোটর বিস্ফোরণ হলে এত ধোঁয়া তৈরি হত না। এত ভয়াবহ শব্দে চারপাশ কেঁপে উঠত না।

স্থানীয় মানুষের এই দাবি নিয়ে আমরা কথা বলেছিলাম এলাকার আরও কয়েকটি প্লাস্টিক কারখানা কর্মীদের সঙ্গে। কথা বলেছিলাম মোটর বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে। দুই তরফেরই দাবি, মোটর কখনও এভাবে ফাটে না। ওভারলোড হয়ে গেলে মোটরের কয়েল পুড়ে যায়। সে ক্ষেত্রে ধোঁয়ার বদলে আগুন দেখা দিতে পারে। সুতরাং প্লাস্টিক কারখানা বিস্ফোরণের পিছনে যে বিস্ফোরক শব্দটি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে, সেটাই মনে করছেন অনেকে।

আবার কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের মতে, এই কারখানাগুলোতে পুরানো প্লাস্টিক সামগ্রী রিসাইক্লিং করা হয়। কোনওভাবে সেই প্রক্রিয়ার সময় কোনও সামগ্রীর সঙ্গে থাকা বিস্ফোরক জাতীয় পদার্থ যন্ত্রে ঢুকে থেকে যেতে পারে।